প্রত্যাশার ডিজিটাল বাজেট

ইমদাদুল হক

আগামী ৭ জুন সংসদে উত্থাপিত হবে ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট। এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ঘোষণাকারী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের চতুর্থ বাজেট। পাঁচ বছর মেয়াদী সরকার ব্যবস্থায় দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশ এবং লক্ষ্য পূরণে গত তিনটি অর্থবছরের বাজেটের মূল্যায়ন থেকে আসন্ন বাজেট সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা এবং প্রতিশ্রুতি পূরণের পদক্ষেপের মূল্যায়ন হিসেবেই দেখছেন দেশের তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। জাতীয় বাজেটে কতটুকু গুরুত্ব পাবে আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাজেট? কেমন হওয়া উচিত তথ্যপ্রযুক্তিখাতের বাজেটটির প্রকৃতি-পরিধি? কেমন প্রত্যাশা এ নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির? ইত্যাদি বিষয় জানতে আমরা তাদের মুখোমুখি হই। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা দেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন খাতের শীর্ষ ব্যক্তিদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম :

০১. আসন্ন বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আপনার প্রত্যাশা কী?

০২. বাজেটে এ খাতের কোন দিকটির ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া দরকার বলে মনে করেন?

০৩. কোন দিকটি এখনো অবহেলিত রয়েছে?

০৪. বিগত প্রায় বছরের বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের লক্ষ্যমাত্রা কি বাস্তবায়ন করা হয়েছে?

০৫. গত তিন বছরের বাজেট কতটুকু প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে?

০৬. গত তিন বছরের বরাদ্দ থেকে কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় কতটুকু বেড়েছে?

তাদের বক্তব্যের আলোকেই তৈরি করা হয়েছে এই প্রতিবেদনটি, বিশেষ করে ১৯৯৪ সালে বাজেটে কমপিউটারের ওপর থেকে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার পর থেকে প্রসার লাভ করতে থাকে কমপিউটারের বাজার। আর ২০০৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত চলে এই সুযোগ। তবে এই সুযোগ শেষ হলেও পরবর্তী সময়ে কমপিউটার ব্যবহারের এই ধারা থেমে থাকেনি। এ সময়ে পেশাজীবী বা করপোরেট নির্ভরতাই নয়, শিক্ষার্থীদের হাতেও দেখা যায় ল্যাপটপ কমপিউটার। ল্যাপটপের পাশাপাশি হাতের তালুতে এঁটে যাওয়া পারসোনাল ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্টের (পিডিএ) জনপ্রিয়তা বেড়েছে। এসব পিডিএতে রয়েছে মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুবিধাও। এই ধারাবাহিকতায় গত বছরে সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থার (টেশিস) উদ্যোগে কম দামের দেশী ব্র্যান্ডের 'দোয়েল' ল্যাপটপ বাজারে আসার পর এ খাতে আরো একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। কিন্তু নানা জটিলতার কারণে সাধারণ মানুষের কাছে এটি এখনো সহজলভ্য নয়।

সময়ের সাথে প্রতিবছর দেশে বাড়ছে কমপিউটার বিক্রি। তবে সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কমপিউটারের ব্যবহারকে আরও বিস্তৃত করা দরকার বলে অভিমত সংশ্লিষ্টদের। আর এ জন্য ডেস্কটপ, ল্যাপটপ কিংবা ট্যাবলেট কমপিউটারের দাম সর্বসাধারণের হাতের নাগালে আনতে এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্য আমদানিতে কের শুল্কমুক্ত সুবিধা চেয়েছেন এ খাতে নিয়োজিত ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা। আগামী অর্থবছরের বাজেটে তথ্য ও প্রযুক্তিপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্তির সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব করেছেন তথ্য ও প্রযুক্তিশিল্পের জাতীয় সংগঠন হিসেবে স্বীকৃত বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি ফয়জুল্যাহ খান। একই সাথে দেশের শিক্ষা ও প্রশাসন খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখার দাবিও জানিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে রাজস্ব খাতে তিন শতাংশ এবং উন্নয়ন খাতে পাঁচ শতাংশ বরাদ্দ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন দ্বিতীয় মেয়াদে কমপিউটার বাজারের বর্তমান অভিভাবক হিসেবে নির্বাচিত এই প্রতিনিধি। আসন্ন বাজেটে তার প্রত্যাশা সম্পর্কে ফয়জুল্যাহ খান বলেন, তা করা হলেই এবারের বাজেট প্রযুক্তিবান্ধব বাজেট হিসেবে সব মহলেই সমাদৃত হবে। তার মতে, প্রযুক্তিপণ্য তালিকা সজ্জায়িত করবার ক্ষেত্রে বরাবরই কিছুটা অবহেলা ও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ দেখা গেছে। যে কারণে বেশ কিছুদিন ধরেই ১৯ ইঞ্চির চেয়ে আকারে বড় মনিটরের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করা হয়। এ মনিটর টেলিভিশন তৈরিতে ব্যবহার হচ্ছে, অভিযোগ করে এমন বিমাতাসুলভ আচরণ বলেই মনে করেন তিনি। আর এ জন্যই গত ৯ এপ্রিল সমিতির পক্ষ থেকে রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যান, কাস্টমস এবং ভ্যাট কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করে তাদের কাছে মোট ৬২টি কমপিউটার পণ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা জমা দেয়া হয়েছে। একই সাথে এগুলোর ওপর আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর মওকুফ এবং কমানোর প্রস্তাব পেশ করেছে। প্রস্তাবনাটিতে চারটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এ প্রস্তাবনায় বর্তমানে কমপিউটার সামগ্রী আমদানি পর্যায়ে তিন শতাংশ হারে কেটে নেয়া অগ্রিম বিক্রয়োত্তর মূসককে চূড়ান্ত বিক্রয়োত্তর মূসক হিসেবে গণ্য করার দাবি জানানো হয়েছে। একই সাথে কমপিউটারের সাধারণ ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে একটি প্যাকেজের মাধ্যমে ৪৫০০-৪৬০০ টাকা বার্ষিক মূসক হিসেবে আদায়ের আবেদন করা হয়েছে। প্রস্তাব করা হয়েছে কমপিউটার সামগ্রীর ওপর থেকে যোগানদার মূসক এবং ই-কমার্স সার্ভিসের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহারের।

অপরদিকে গত কয়েক বছর ধরে অর্থমন্ত্রী ও সরকারের সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের বিষয়ে একমত হলেও এখন পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে শতকরা ১৫ ভাগ থেকে ১ ভাগ ভ্যাট না কমায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রযুক্তিবিদ ও বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির পরিচালক মোস্তাফা জব্বার।

আসন্ন বাজেটকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' স্লোগান বাস্তবায়নের চূড়ান্ত ধাপ এবং প্রতিশ্রুতি পূরণের শেষ সুযোগ আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের গত তিন বছরে নিচু পর্যায়ে কিছু কাজ করেছে। তবে এর মধ্যে সমন্বয়হীনতা সবচেয়ে প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে। ফলে প্রত্যাশা অনুযায়ী আমরা সফলতা পাইনি। এ বছরের বাজেটের ওপর তাই সরকার কাগুজে প্রশাসন ও ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে ডিজিটাল হতে পেরেছে কি না তার প্রমাণ মিলবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগান বাস্তবায়নে শিক্ষা এবং কানেকটিভিটির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জোর দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মোস্তাফা জব্বার। পাশাপাশি তিনি বলেন, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থা, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা, সর্বজনীন সংযুক্তি, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর বিষয়ে বাজেটে প্রাধান্য দিতে হবে পরামর্শ দেন সচিবালয়কে ডিজিটালাইজড করার ও সরকারের নিজস্ব ডিজিটাল নেটওয়ার্ক তৈরির ওপর।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকারের কমপিউটার সামগ্রী আমদানি করার সময় অগ্রিম আয়কর কেটে রাখা দরকার। তা করলে ভুঁইফোর ও পলাতক আমদানিকারক বিলীন হবে, সরকারের রাজস্ব বাড়বে এবং কমপিউটার পণ্য আমদানিতে একটি সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করবে।

তিনি দেশের তথ্যপ্রযুক্তির বাজার সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করতে আমদানি করা প্রযুক্তিপণ্যের ওপর তিন শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য করে যন্ত্রাংশের ওপর শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার কোনো বিকল্প নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দেশে এখন কিছু কিছু করে যন্ত্রাংশ আমদানি করে সম্পূর্ণ পণ্য তৈরির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

গত বছরের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল তা কি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়েছে– এমন প্রশ্নের জবাব মোস্তাফা জব্বার ▸

বলেন, এপ্রিল পর্যন্ত ৪০ শতাংশে হয়েছে। তবে আইসিটি খাতের সম্ভাবনা সূচকে আমরা পিছিয়ে রয়েছি। আমরা আমাদের সম্ভাবনা ও অবদানকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারিনি। খুব সামান্যই পেরেছি। তাই এ খাতে কর্মসংস্থানের যে অসীম সম্ভাবনা রয়েছে আমরা এখনও তার নাগাল পাইনি, যেটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি।

সময়ের প্রয়োজনেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্ত হচ্ছে নিত্যনতুন প্রযুক্তিপণ্য। এসব পণ্য যেমন আমাদের সময়, শ্রম এবং খরচ বাঁচায় তেমনি জীবনে আনে স্বস্তি। একসময় এসব প্রযুক্তি পণ্যকে মনে হয় স্রেফ বৈভব বৈ কিছুই নয়। অবশ্য প্রকৃতির নিয়মে শূন্যতা পূরণ হয়। মানবজীবনের এই অপূর্ণতা পূরণ করতেই গত দশকজুড়ে পুরো পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে ইন্টারনেট। বিনিসুতার এই বন্ধনে যূথবদ্ধভাবে এগিয়ে চলছে বিশ্ব। আর এ কারণেই এখন এগিয়ে যেতে হলে নেট সংযুক্ত না থাকার কোনো সুযোগ নেই। ফলে গত কয়েক বছরই বাজেট পেশের আগে ইন্টারনেট সংযোগ সহজলভ্য এবং এর সংযোগমূল্য কমানো ও গতি বাড়ানোর দাবি ওঠে।

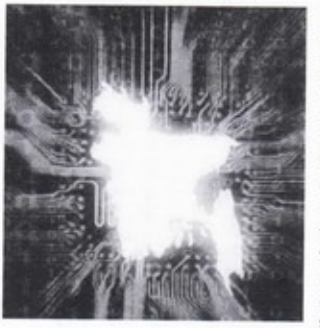

জনপ্রত্যাশার এমন তাগিদ থেকেই প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে প্রত্যাশা এবং প্রস্তাবনা নিয়ে কথা হয় ইন্টারনেট সার্ভিসেস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন তথা আইএসপিএবি সভাপতি আক্তারুজ্জামান মঞ্জুর সাথে। আলাপকালে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে কানেকটিভিটি বাড়ানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন তিনি। আর এটা করতে হলে বাজেটে আইপি ফোন সেটসহ ৩১টি নেটওয়ার্ক পণ্যের (ক্যাবলসহ) ওপর ডিউটি চার্জ কমানোর পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট কিছু প্রণোদনা প্যাকেজ অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন তিনি। তিনি বলেন, ডিউটি চার্জ ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশে নামিয়ে আনলে এবং সরকারি উদ্যোগে নেটওয়ার্কিংয়ের কাঠামোগত উন্নয়ন এ খাতে বিনিয়োগ বাড়বে। তখন আমরা এ খাত থেকে সহজেই মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি একটি বড় ধরনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারব।

তিনি বলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন করতে ডিজিটাল সংযোগ ও এর ব্যবহার বাড়াতে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। আর এটা করতে হলে শুরুতেই এবারের বাজেটে সব ধরনের ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডাটা সার্ভিসের ওপর ধার্য করা ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে।

এ সময় ইন্টারনেট সংযোগকে যতটা সহজলভ্য ও মূল্য সংবেদনশীল করা সম্ভব হবে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত ততটাই বিকশিত হবে এবং ফ্রিল্যান্সারদের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে অভিমত দেন আক্তারুজ্জামান মঞ্জু। নেট ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থাকে আর ঢাকাকেন্দ্রিক না রেখে এটি উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত করতে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা এখন সময়ের দাবি। কেননা এটা করা হলে ইন্টারনেট সংযোগ খরচ এবং এর মূল্য কমবে। বাড়বে এ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ ও ব্যবহার। একই সাথে কমবে জনভোগান্তিও।

বাজেট নিয়ে নানা আলোচনার ফাঁকে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের যেনো টেলকোর কাছ থেকে ই-ওয়ান ক্যাবল ভাড়া না করে বিটিসিএলের মতো সমান ট্যারিফে দেয়ার প্রস্তাব করেন আইএসপিএবি সভাপতি। এ ছাড়া এই খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা বাড়ানোর প্রতি জোর দেন তিনি। তিনি বলেন, এ খাতে উন্নয়নের এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি মনিটরিং বাড়ানো।

অপরদিকে বাজেটে শুল্ক সুবিধার পাশাপাশি ইন্টারনেট সংক্রান্ত পণ্যের শুল্ক নিয়ে হয়রানি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন আইএসপি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সহ-সভাপতি সুমন আহম্মেদ সাবির। তিনি বলেন, তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্যের শুল্ক কমিয়ে দেয়া উচিত। তবে তার চেয়েও বড় বিষয় শুল্ক দিতে গিয়ে ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানকে যে পরিমাণ হয়রানির শিকার হতে হয় তা দূর করা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ইন্টারনেট সংক্রান্ত কোন পণ্যের শুল্ক কত, তা নিয়ে শুল্ক অফিসের কর্তারাই নিশ্চিত নন। তাই একই পণ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামের শুল্ক অফিসে দুই ধরনের শুল্ক দিতে হয়, যা খুবই বিব্রতকর।

বিষয়টি তিন বছর ধরে সংশ্লিষ্ট একাধিক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে জানালেও কোনো সুরাহা হয়নি বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, এ অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রথমে সংশ্লিষ্ট পণ্যের একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা থাকা দরকার। তাহলে এ ধরনের হয়রানি থেকে আমরা রেহাই পাব।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইন্টানেট সংযোগ ব্যবস্থায় গতিশীলতা আনতে বাজেটে ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার জরুরি বলে মনে করেন সুমন সাবির। একই সাথে আইপি ফোনসেটের ওপর বিদ্যমান ৬৫ শতাংশ শুল্ক কমানোর প্রতি জোর দেন তিনি। তথ্যপ্রযুক্তির এ সময়ে এমন ভ্যাট ধার্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটা ইন্টারনেটের প্রসারে বড় বাধা বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমরা আশা করছি এবারের বাজেটে এসব সমস্যার সমাধান হবে।

বিগত তিন বছরে বাজেট প্রণয়নের আগে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের যোগাযোগ করা হয় না জানিয়ে তিনি বলেন, বাজেটের আগে খাতভিত্তিক একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে আমরা অনেক ভালো ফল পেতাম। বলতে গেলে অনেকটা লক্ষ্যহীন পথেই আমরা চলছি। আর এ কারণেই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে এখন সরকারের উদ্যোগ নিয়েই জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে। তারপরও বেসরকারি প্রচেষ্টায় দেশের ইন্টারনেট সংযোগ প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। অবশ্য ওয়াইম্যাক্স সংযোগ যতটা বেড়েছে তারযুক্ত সেবা ততটা বাড়েনি। এ ক্ষেত্রে বেড়েছে তথ্যসেবা প্রবৃদ্ধি। কিন্তু সম্প্রতি এই সেবার নতুন লাইসেন্স দিলেও তা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় সামনে বাজার আরও অস্থিতিশীল হবে বলে জানান সুমন। এর ফলে সেবার মান যেমন কমবে, তেমনি বাড়বে মূল্য ও অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায়।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে স্বল্পমূল্যে অবাধ ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বাজেটে শিক্ষা ও উন্নয়ন খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান। তিনি বলেন, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে দেশের তরুণদের মধ্যে এখন একটি নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে। ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে আমাদের দেশে অনেক তরুণ এখন নিজেরাই বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে। এতে করে কমছে বেকারত্বের বোঝা। তবে এই ইতিবাচক উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করতে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সংযোগের কোনো বিকল্প নেই।

পাশাপাশি তাদের এই পথচলাকে এগিয়ে নিতে তরুণ তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের স্বল্পসুদে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। এ জন্য আসন্ন বাজেট উপলক্ষে আমার দাবি তরুণ তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্তত ৫০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হোক। ব্যাংকগুলো যেনো আইটি ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে জামানত ছাড়াই তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের মধ্যে এই অর্থ বিতরণ করে।

বর্তমান সরকার গেল তিন বছরে প্রতি মেগাবাইট ব্যান্ডউইডথের দাম ৩৮ হাজার থেকে কমিয়ে ১০ হাজার টাকা করেছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ব্যান্ডউইডথের দাম কমিয়েও দুটি কারণে ভোক্তা পর্যায়ে এখনো তার সুফল পাওয়া যায়নি। এর একটি হলো ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর। এটি একেবারে বাদ দিলে সবচেয়ে ভালো। না হলে তা ৪.৫ শতাংশের মধ্যে রাখা যেতে পারে।

আর দ্বিতীয় কারণ হলো ঢাকার বাইরে আইএসপি এবং ওয়াইম্যাক্স কোম্পানিগুলোর না যাওয়ার চেষ্টা। এটি দূর করা যায় যদি সরকারিভাবে ২০১২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সব জেলা শহরের অন্তত একটি এলাকাকে বিনামূল্যের ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা যায়। বিটিসিএলের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে অন্তত ১০০ উপজেলায় এ ধরনের কার্যক্রমের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দরকার।

আসন্ন বাজেট নিয়ে প্রত্যাশার কথা জানতে চাইলে শুরুতেই বাজেটে আইসিটি নীতিমালার প্রতিফলন বাস্তবায়নের প্রতি জোর দেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিস সভাপতি মাহাবুব জামান। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে আইসিটি নীতিমালা তৈরি হয়েছিল। নীতিমালায় আইসিটি শিল্প উন্নয়ন তহবিল হিসেবে ৭০০ কোটি টাকা গত বছরই বরাদ্দ থাকার কথা ছিল। কিন্তু এখনো তা হয়নি। গত বছরের মতো এ বছরও আমরা বাজেটে শিল্প উন্নয়ন তহবিল থেকে ১০ শতাংশের বরাদ্দ চাই।

দেশের আউটসোর্সিংয়ের অবকাঠামো তৈরিতে এই অর্থ ব্যবহারের প্রতি জোর দিয়ে মাহাবুব জামান বলেন, এতে আউটসোর্সিংয়ের জন্য প্রতিবছর কমপক্ষে দশ হাজার আইটি প্রফেশনাল তৈরি করা যাবে।

গত তিনটি অর্থবছরের বাজেট নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, প্রতিবছরই স্বপ্ন দেখতে দেখতে এখন ইঁপিয়ে উঠেছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ডিজিটাল টাস্কফোর্সের প্রথম সভায় মাত্র তিন মিনিটে কাওরান বাজারের জনতা টাওয়ারে আইসিটি পার্ক তৈরির বিল পাস করার পর এর অবকাঠামোগত নির্মাণ শেষ হলেও এখনো তা আলোর মুখ দেখতে পারেনি। আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব এটি হস্তান্তর করা হোক। আর কালিয়াকৈরের হাইটেক পার্ককে কার্যকর করার সুষ্ঠু নীতিমালা এ বছরের বাজেটেই অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এটা করা না হলে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ পরিকল্পনা 'প্রহসন' হিসেবে বিবেচিত হবে।

এশিয়ান-ওশেনিয়ান কমপিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন তথা অ্যাসোসিওর ডেপুটি চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ এইচ কাফী আসন্ন বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বরাদ্দের বিষয়টি সুনির্দিষ্টকরণের প্রতি জোর দেন। তিনি বলেন, এতদিনেও আইসিটি পণ্যতালিকা ও এ বিষয়ে বরাদ্দের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হয়নি। আগে সবার হওয়া দরকার। পাশাপাশি অবৈধ বিদেশ কল ঠেকাতে ভিওআইপি কল উন্মুক্ত করে দেয়ার পরামর্শ দেন তিনি। আর সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে প্রযুক্তিপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর বা এআইটি কেটে রাখার পক্ষে মত দেন আবদুল্লাহেল কাফী। তার মতে, এটা করা হলে সরকারের রাজস্ব আয় যেমন বাড়বে, একই সাথে কমবে কালোবাজারী। গ্রে-মার্কেটের আপদ থেকে মুক্তি পাবেন ব্যাবসায়ীরা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্নপূরণে দেশের প্রতিটি জেলার অন্তত দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সমন্বিত ডিজিটালাইজড কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব করে তিনি বলেন, দেশজুড়ে অন্তত ৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপিউটার বিতরণের মতো প্রয়োজনীয় বরাদ্দ এই বাজেটে থাকা দরকার। তবে শুধু কমপিউটার দিলেই চলবে না। সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার একটি বয়েজ এবং একটি গার্লস স্কুলে একটি করে কমপিউটার ল্যাব করা এখন সময়ের দাবি। এসব ল্যাবে কমপিউটারের পাশাপাশি ডিজিটাল ক্লাসরুমের জন্য প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হলে আমরা প্রকৃত অর্থে সুফল পাব।

এক প্রশ্নের জবাবে অবিলম্বে দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার দাবি জানান আবদুল্লাহেল কাফী। তিনি বলেন, যতই কমপিউটারের মতো ডিজিটালপণ্য ব্যবহার করি না কেনো ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থার বাইরে থেকে তথ্যপ্রযুক্তির পূর্ণ সুফল পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাই ইন্টারনেট সংযোগ মূল্য কমানোর পাশাপাশি দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি বিনা মূল্যে সরবরাহ করা উচিত।

দেশের তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বাজার সম্প্রসারণে প্রযুক্তিপণ্যের ওপর ধার্যকৃত ডিউটি কমানোর দাবি জানিয়ে কাফি বলেন, প্রজেক্টর, ডিজিটাল ক্যামেরা এবং মাল্টিফাংশনাল ডিজিটাল প্রোডাক্টের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত ডিউটি চার্জ থেকে আমরা যেনো মুক্তি পাই সেটি মাথায় রেখেই বাজেট পেশ করা উচিত। তিনি বলেন, সিঙ্গেল ফাংশনাল আইটি প্রোডাক্টে যেখানে ৩ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, সেখানে মাল্টিফাংশনাল প্রোডাক্টে শুল্ক পরিশোধ করতে হয় ২৮ শতাংশ। এটা শুধু অতিরিক্তই নয়, অনেকটা বৈষম্যমূলকও বটে।

তথ্যপ্রযুক্তিপণ্যের মধ্যে মুঠোফোন এখন আমাদের জীবনের একটি অতিপ্রয়োজনীয় ডিভাইস। স্বাভাবিকভাবেই বাজেটে এই খাতটিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু তারপরও এর কলরেট, ইন্টারনেট সংযোগমূল্য, ফোনসেটের মূল্য নিয়ে মোবাইল প্রোভাইডার কোম্পানি ও ভোক্তাদের মধ্যে রয়েছে মিশ্র অভিমত। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের এসব অভিমতের ওপর ভিত্তি করেই আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে মোবাইল ফোনের সিমের ওপর আরোপিত কর ৫০ শতাংশ কমানোর প্রস্তাব দিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ তথা অ্যামটবের সভাপতি আবু সাইদ খান। বিদ্যমান সিম কর ৬০০ থেকে কমিয়ে ৩০০ টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। প্রস্তাব অনুযায়ী সিম কর কমানো হলে দেশের সব খাত উপকৃত হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। এজন্য সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তথা এনবিআর আয়োজিত প্রাক-বাজেট আলোচনায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, সিম কর কমানো হলে দেশের সব খাতই এর সুফল পাবে। একই সাথে ইন্টারনেট যাতে নিম্নবিত্তরাও ব্যবহার করতে পারেন, সেদিকেও নজর দিতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত অর্থবছরের বাজেটে সিম কর ৮০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৬০০ টাকা করা হয়। এদিকে মুঠোফোনের ওপর আমদানি শুল্ক বেশি হওয়ার কারণে তা অবৈধপথে দেদার আসছে বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, এতে সরকার বছরে প্রায় ১৬০ কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে। তবে আমদানি শুল্ক কমানো হলে এ প্রবণতা অনেকাংশেই কমবে বলে মনে করে অ্যামটব। মোবাইল ফোন অপারেটরদের এই সংগঠনের মতে, আসছে বাজেটে মোবাইল সেট আমদানিতে বিদ্যমান ১২ শতাংশ আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ৭ শতাংশে নামিয়ে আনা হলে এ অবস্থার উন্নতি হবে।

বিগডাটা

(২৬ পৃষ্ঠার পর)

সময় হবে তখন সে ডকুমেন্ট নামিয়ে পড়ে নিতে পারবে এবং পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

বিগডাটা কোর্স শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাবজেক্ট হিসেবে এখনো এতটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তাই হাতেগোনা দুই-একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া এ বিষয়টির দেখা মেলা ভার। হয়তো কয়েক বছরের মধ্যেই এ বিষয়টি অন্যান্য ভালো বিষয়ের মতো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়-তালিকায় থাকবে। আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটিগুলোতেও হয়তো এটি চলে আসবে। যারা বিগডাটা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী বা এ ব্যাপারে পড়াশোনা করতে চান, তাদের এখনো তেমন সুযোগ গড়ে না উঠলেও ইন্টারনেট ঘেঁটে অনেক কিছু শিখে নেয়া যাবে। অন্তত বিগডাটার প্রাথমিক ধারণার জন্য ইন্টারনেটের কোনো বিকল্প নেই এ মুহূর্তে। তবে সুসংবাদ হচ্ছে, অনলাইনে বিগডাটার ওপরে একটি কোর্স চালু করেছে বিগডাটা ইউনিভার্সিটি নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এই কোর্সটি বিনামূল্যে করা যাবে bigdatauniversity.com সাইটে রেজিস্ট্রেশন করার মাধ্যমে। কোর্সটি করার পর সার্টিফিকেট দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, যা পরীক্ষায় পাস করার পর মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এ কোর্সের প্রয়োজনীয় সব কিছু ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেয়া যাবে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে পরপর তিনবার পরীক্ষা দেয়া যাবে।

কোর্সটি করার জন্য ইউনিক্স বা লিনআক্স অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা আবশ্যক। কোর্সটিতে বিগডাটার প্রাথমিক ধারণা, হাডুপ টেকনোলজি, ক্লাউড কমপিউটিং, টেক্সট অ্যানালাইসিস, কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ, স্ট্রিম কমপিউটিং, এসকিউএল ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাইটটিতে বিগডাটার কাজে লাগে এমন সফটওয়্যার ডাউনলোড করার ব্যবস্থাও রয়েছে। কোর্সটি মূলত আইবিএমের বিগডাটা নিয়ে কাজ করার পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিগডাটার মূল পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিগডাটা (Understanding Big Data) নামের বই, যা প্রকাশ করেছে ম্যাকগ্রো হিল নামের বিখ্যাত প্রকাশনা কোম্পানি। এ বইয়ের পাশাপাশি আরো কয়েকটি বইয়ের মধ্যে রয়েছে– IBM InfoShere Steams, Database Fundamentals, Getting started with DB2 Express-C, Getting started with DB2 application development, Getting started with IBM Data Studio for DB2, Getting started with Open Source development, Getting started with Open Source development, DB2 pureScale, DB2 10 for z/OS, The IBM Data Governance Unified Process, Business Intelligence Strategy, IBM Business Analytics and Cloud Computing, Getting started with WAS CE ইত্যাদি। যারা বিগডাটা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তারা এ সাইটে রেজিস্ট্রেশন করে এ কোর্সটি করতে পারেন।

ফিডব্যাক : mortuzacsepm@yahoo.com
shmt_21@yahoo.com